সংক্রমণের হার ২৩ থেকে কমে ১৯ শতাংশ

১৪৬৫ পুলিশ কর্মীকে শিবির করে পুরুলিয়ায় বুস্টার ডোজ

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : এদিনে ১৪৬৫ পুলিশ কর্মীকে 'প্রিকশন' বা বুস্টার ডোজ দিল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া জেলাজুড়ে পুলিশ লাইনে শিবির করে পুরুলিয়া সদর, পুরুলিয়া মহকুমা, টামনা থানা ও জেলাজুড়ে পুলিশ লাইনে কর্মরত পুলিশ কর্মীদের বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়। নিতি অনুযায়ী, জেলার ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের বুস্টার ডোজ দেওয়ার কাজ শেষ হলেই কাজ মহুমহলে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। পুরুলিয়া জেলাজুড়ে পুলিশ লাইনে এদিন শিবির করে এই বুস্টার ডোজ দেওয়া হলেও কাশিপুর, মানবাজার, রঘুনাথপুর মহকুমার পুলিশ কর্মীদের সাঁতুরি থানা এলাকার ব্লক অফিসেরও থেকে নিজেদের মতো করে এই ডোজ নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই এই জেলার স্বাস্থ্যকর্মীদের এই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। পুরুলিয়ার জেলাশাসক রাহুল মজুমদার বলেন, "ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের এই বুস্টার ডোজ দেওয়া শেষ হলেই কাজ মহুমহলদের দেওয়া হবে। প্রতিদিন দেড় হাজার করে এই ডোজ দেওয়া হচ্ছে।" পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার এম. নেগমামুরুগন বলেন, "এদিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ১৪৬৫ জনকে বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়।" পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশ কর্মীদের এই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে গেলেই বিভিন্ন এলাকা-সহ বিভিন্ন দপ্তরের অধিকারিকদের এই বুস্টার ডোজ দেওয়া হবে। এদিন জেলাজুড়ে পুলিশ লাইনের শিবিরে অন্যান্য থানা এলাকা থেকেও পুলিশ কর্মীরা এসে এই বুস্টার ডোজ নিয়ে যান। এদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত জেলাজুড়ে পুলিশ লাইনে ওই শিবির চলে। এদিকে, এই পুলিশ জেলায় করোনা সংক্রমণ বাড়ে বাড়ে কমছে। সম্প্রতি সংক্রমণের হার ২৩.৫১ শতাংশে পৌঁছানোর পর এখন এই জেলায় সংক্রমণের হার প্রায় ১৯ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই জেলায় একদিনে ১৮১ জনের সংক্রমণ হয়। তবে জেলায় এখন মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯৭৩। এদিন পুরুলিয়া পুরসভা এলাকায় সংক্রমণ হয় ৩১ জনের। এই পুর শহরে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২২৮।

■ পুরুলিয়া জেলাজুড়ে পুলিশ লাইনে চলছে পুলিশ কর্মীদের বুস্টার ডোজ দেওয়ার কাজ। —অভিজ্ঞান বিশ্বাস

'বার্ডস অফ বাঁকুড়া' বই প্রকাশ

মুকুটমণিপুরে পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা কম, নজরদারির নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরের কংসবতী জলাধারে আগে পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা এবার কমেছে। পরিযায়ী পাখির দল যাতে নিশ্চিন্তে জলাধারে থাকতে পারে তার জন্য জলাধারের নজরদারি বাড়াতে হবে। পরিযায়ী পাখিদের আশ্রয়-আবাসের পাশে যাতে কোনও বাধা না থাকে সেদিকেও নজর দিতে হবে। বৃহস্পতিবার মুকুটমণিপুর জলাধারে থাকা পাখিদের তালিকাভুক্ত করে 'বার্ডস অফ বাঁকুড়া' নামে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন বাঁকুড়ার মুখ্য সংরক্ষক (সেন্ট্রাল বেল্ট) কৃষ্ণেন্দু ভাইভান বলেন, "পরিযায়ী মুকুটমণিপুর। কংসবতী জলাধারে কি বহু বহু পরিযায়ী পাখি আশ্রয়-আবাস করে। এখানে এসেছে। তবে গত কয়েক বছরের তুলনায় কিছু কম। এখানে আগে পরিযায়ী পাখিদের যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে বনকর্মীদের। এই বইয়ের মাধ্যমে তাদের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ পাচ্ছে। এর ফলে পর্যটকদের সুবিধা হবে।"

এই বিষয়ে 'ফিল্ম ফ্রাই'র সম্পাদক অভিজিৎ পত্র বলেন, "অসংখ্যবার আসাযাওয়ার পাশাপাশি এবার জলাধারে জল বেশি রয়েছে। বিদেশ থেকে বড় বড় জলাশয়ে থাকার পরে পরিযায়ী পাখির দল মুকুট রাজে বিশ্রামের জন্য মুকুটমণিপুরে আসছে। তবে এবার মুকুটমণিপুরে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা গতবারের তুলনায় কিছুটা কম। আমরা গত কয়েকদিন ধরে পাখি গণনার কাজ চালিয়ে এটা দেখেছি। এবার একটা সারস, রাজহাঁস, পানকৌড়ি, জলকাক, কুঠিহাঁস, শামুকখোল, মরাটাক-সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এসেছে। তবে আগে যেমন কিছু পাখিকে এবার আর দেখা যায়নি।"

উল্লেখ্য, শীতের মরশুমে ঠিক যেমন মুকুটমণিপুরের কংসবতী জলাধারে ভিড় জমে, বিদেশ থেকে পরিযায়ী পাখিরাও ঢল নামে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য পরিযায়ী পাখিদের সাথে অত্যাচারই করা গিয়েছে বলে জানিয়ে বলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে। তন্ত্র সহায়তার ফলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ জলায় পাখিদের উপরে কি প্রভাব ফেলছে তা বোঝার জন্য পাখী গণনা করা হয়েছে। আর তাদের উপস্থিতি নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে 'বার্ডস অফ বাঁকুড়া।'

■ 'বার্ডস অফ বাঁকুড়া' নামে বই প্রকাশ অনুষ্ঠান। —সংবাদ প্রতিদিন

CORRIGENDUM
Corrigendum -Read the number- OC-79/GGDC/ MAN/ Tender/ Book/22, Dt.17.01.2022. With tender notice for books of Govt. General Degree College, Man-II, Purulia, dt. 19/01/22
Sd/-
Officer-in-Charge.

আগুনে পুড়ে আহত এক

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া : অন্যকাল রান্নার হাত থেকে হঠাৎ বাঁচতে গিয়ে আগুন পুড়ে গুরুতর আহত হলেন এক প্রৌঢ়া। স্থানীয় সূত্রে খবর, আহত প্রৌঢ়ার নাম গঙ্গা বাগদি। বড়জোড়ার তালপুরের বাসিন্দা হাটবেলা ওই প্রৌঢ়া শীতের কনকন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আগুন পোহাতে গিয়েই গুরুতর আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে আহত ওই প্রৌঢ়াকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকদিন ধরে জঙ্গলমহল বাঁকুড়ায় জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। রাত্রেরাতে অনেকেই আগুন পোহাতে দেখা যায়। সেরকমই শীতের হাত থেকে বাঁচতেই ওই প্রৌঢ়া আগুন পোহাচ্ছিলেন। সেই সময়ই ঘটে বিপত্তি।

অভিযানে বন দফতর

ফের ছত্রভঙ্গ, হাতির একটি দল গেল পশ্চিম মেদিনীপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : হাতির দল ফের ছত্রভঙ্গ উত্তর বাঁকুড়ায়। আবার শুরু হয়েছে হাতির অত্যাচার। বন দফতর সূত্রে খবর, এবারে মহো বস্তির বাঁকুড়ার জঙ্গল ছেড়ে হাতির একটি দল পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে দক্ষিণ বাঁকুড়ার বসিন্দারা কিছুটা স্বস্তির ইইবেন বৃহস্পতিবার। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের জলপাইয়াড় বিভাগ থেকে ফের হাতির একটি দল সাতেক্ষা রেঞ্জ এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। সেই হাতির দল আসানকাটী সাতেক্ষা রেঞ্জ এলাকায় মুরারাজপুর বিটে প্রবেশ করেছিল। একজনের সোকান ঘরও ভেঙে ফেলেছিল। হাতির দল ফের দক্ষিণ বাঁকুড়ার সাতেক্ষা রেঞ্জ এলাকায় ঢুকে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার ভোরে হাতির দলটিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের জলপাইয়াড় বিভাগ থেকে আমাদের রেঞ্জ এলাকায় ফের ঢুকে পড়েছিল। তাদের সরানোর জন্য অভিযান শুরু করা হয়েছিল। এদিন ভোরে হাতির দলটিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলে ফেরত পাঠানো গিয়েছে। হাতির দল যাতে এলাকায় ঢুকে তাণ্ডব চালাতে না পারে তার জন্য বনকর্মীদের সজাগ রাখতে বলা হয়েছে।"

বাঁকুড়ায় হাড়হিম শীত

পুরুলিয়ায় ফের পারদ নামল ৬.৮ ডিগ্রিতে

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়তে এখন পুরুলিয়া শহরজোড়ে আকাশে মেঘ একেবারে পরিষ্কার থাকায় উত্তুরে হাওয়ার পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া দুই জেলাতেই তাপমাত্রা অনেক নামল। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.৮ ডিগ্রি সেলিয়াস। বাঁকুড়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.১ ডিগ্রি সেলিয়াস। বুধবার পুরুলিয়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.১ ডিগ্রি সেলিয়াস। বাঁকুড়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৫ ডিগ্রি সেলিয়াস। এর মধ্যে গত মঙ্গলবার পুরুলিয়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ছয়ের ঘরে। গত রবিবার বাড়ন্তক লংগেয়ার পুরুলিয়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলিয়াসের নিচে নেমেছিল বলে জানা গিয়েছে। ফলে একেবারে অসুস্থ অবস্থা এই জেলার বাসিন্দাদের। বাঁকুড়ায় অবশ্য তার নিম্ন হয়ে ১৭ ডিগ্রির ঘরেই রয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবারও পুরুলিয়ার সকাল থেকে উত্তুরে হাওয়ার বাপট ছিল। শীত থেকে রেহাই পেতে যেমন আগুন পোহানোর ছবি দেখা যায়, তেমনই কেক পোহানোর দৃশ্য ধরা জেলার মানুষজনকে। পুরুলিয়ার মানুষজন এদিন বেলা দশটার পর থেকেই ছাদে, উঠোনে রোদ পোহাতে থাকেন। এছাড়া একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত, বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মচারীরাও চেয়ার-টেবিল নিয়ে বাইরে রোদের তাপ নিয়ে কাজ করতে থাকেন। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার বেশ কয়েকজন নীলকণ্ঠ পাখিরাও এদিন সকালের দিকে ঘুরপাক দিল।

জখম আরও দুই, এলাকায় আতঙ্ক

ছাতনায় হাতির হানায় মৃত্যু, কড়া নজরদারি বন দফতরের

■ ছাতনার বাবুপাড়ায় সেই হাতির শাবা। —নিজস্ব প্রতিবেদক

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া : শুক্রবার ভোরে ঢুকে একটি বুনো হাতি গা দিয়ে পেঁষেদে মারল এক ব্যক্তিকে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দু'জন। মৃত ব্যক্তির নাম তপনকুমার নীট। আহত দু'জনের নাম স্বপন ভুঁই ও বিশ্বনাথ বাউরি। গত বুধবার রাতে আসানকাটী ৩১ নম্বর লক্ষী বুনো হাতির একটি দল ঢুকে যায় বাঁকুড়া শহরের ছাতনাম এলাকায়। বৃহস্পতিবার ওই হাতিগুলি আবার ঢোকে যায় ছাতনা থানার বাবুপাড়ায়। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। এদিকে, স্থানীয় ও শহরের সূত্র খবর, ধনঞ্জয়পুরের বসিন্দা তপতোষ শীটের বাড়িতে আচীর-ঘেরা আসাম হাতির পরিবার ঢোকে এলাকায় মিটি আনতে গিয়ে বুনো হাতি দেখতে পান তিনি। সেখানেই হাতির যুদ্ধে পড়ে মৃত্যু হয় তপতোষবাবুর। বৃহস্পতিবার সকাল নাগাদ দেখা যায় পাওয়া অনুযায়ী, এই হাতিগুলিকে বর্তমানে কেন্দ্রাঞ্চলা এলাকার শিউরবীন এলাকায় নিয়ে আসা হয়েছে বন দফতরের তরফে। উল্লেখ্য, বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সপ্তাহ খানেক আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের নিম ঘেকে লক্ষী হাতি জঙ্গলমহলের সালোর অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। তারপর থেকেই এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়ায়। জঙ্গলমহলের বসিন্দাদের আত্মা ফেরে ওই হাতির লক্ষীর বাঁকুড়া পুরসভা এলাকার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে। শহরের উপকণ্ঠে বুনো হাতির লক্ষী ঢুকে পড়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। সন্ধ্যের মুখে ওই বুনো হাতির লক্ষী বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে চলে আসার হইই শুরু হয়ে যায়। তখনই বন দফতর অভিযানটি ওই হাতির পালিয়ে সরাতে শুরু করে। কিন্তু হাতির লক্ষী ধনাকর্ষিপূর্ণ বাবুপাড়া এলাকায় ঢুকে পড়ে। এই বিষয়ে ছাতনা পঞ্চায়েতের অধিবেশ সভাপতি মহাবেব বাউরি জানিয়েছেন, "হাতি আসার পর থেকেই হাতি দেখতে তার শিশু শিশু ছেলেরা এলাকায় মানুষজন। তবে আমরা মাইকিং করে সতর্ক করেছিলাম। তারপরেও মানুষ সতর্ক না হওয়ায় হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। আহত হয়েছেন দু'জন।" গত বছরেদিন ধরে বাঁকুড়া উত্তর এবং দক্ষিণ বনবিভাগের একদিক এলাকায় হাতির দল ঘুরতে হয়ে দাঁড়িয়ে বেড়াচ্ছে। গত বুধবার জঙ্গলমহলের সালোর ব্লক থেকে বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে ওই বুনো হাতির হাতির হওয়ায় আতঙ্ক চরমে উঠেছে। এই বিষয়ে বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের বনবিকারিক বরাজ রাই জানান, "আমরা হাতিগুলিকে ঘের করার সমস্ত রকম চেষ্টা চালাচ্ছি।"

আজ যাবেন বাগমুণ্ডি ব্লকে

ঝালদায় ঢালাই রাস্তার কাজ দেখে খুশি হল কেন্দ্রীয় দল

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : ১০০ দিনের প্রকল্পে তালাই রাস্তার কাজ দেখে অভিভূত কেন্দ্রীয় দল। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ার ঝালদা ১ নম্বর ব্লকের মাঝেরিগোমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্ধন থেকে ফকিরডি গ্রাম পর্যন্ত প্রায় তিন কিমি লম্বাই রাস্তা দেখে খুশি হল তাঁরা। প্রকল্প অধিকারিকদের জিজ্ঞাসা করেন, এই প্রকল্পে দীর্ঘ রাস্তা কিভাবে করা হল? তারা জানিয়ে দেন, বাদে হাতে এই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় দল জানান, রাস্তার কাজ দেখেই মনে হচ্ছে ভগবান মন ভরেছে। দেই সঙ্গে ওই প্রেক্ষিত দল ওই রাস্তার বাজ করা শ্রমিকদের সঙ্গেও কথা বলেন। ওই রাস্তার কাজ কাজ করেছেন তা ঘুঁজে ঘুঁজে দেখে কাজে তাদের কাজ থেকে জানতে চান মজুরি পেতে কোনও সমস্যা হয়েছিল কিনা। ওই রাস্তার কাজ করা অধিকাংশ শ্রমিক জানান, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে মজুরি পেতে সমস্যা হয়নি। ১০০ দিন ও আসলে যোজনার কাজ দেখতে এই জেলায় কেন্দ্রীয় দলের নাগরিকরা লেপ্রেজন মন্ত্রিক ও লেপ্রেজ মন্ত্রিক নামে দুই সদস্য আসুল কেওয়ারি ও নেহিহ আর্মা রয়েছেন। আজ শুক্রবার তাঁরা বাগমুণ্ডি ব্লকে যাবেন। এদিন তাঁরা কলমা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কাজ দেখা শুরু করেন। মহাবেতামারা গ্রামে বনসুজনের প্রকল্প দেখে ঘুরিয়ারিতে হাসা পরিদর্শন করেন। পরে বলমা গ্রামে ১০০ দিনের কাজে বন দফতরের শাল, লেবুগেনের তলাব ঘুরে দেখেন।

রাইটি গ্রামে আবাস যোজনার বাড়ি পরিদর্শন করেন তারা। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই তারা একটি হাস দেখেন। সন্ধ্যার মুখে তারা পুরি গ্রাম পঞ্চায়েত যান।

■ কাশলায় দলই রাস্তার কাজ পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় দল। —ফুটেজ দিং

মেরামতির আশ্বাস প্রশাসনের

রানিবাঁধের রাস্তা খানাখন্দে ভরা, সংস্কারের দাবি তুললেন বাসিন্দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : মাত্র ছাটি কিলোমিটারের দীর্ঘ রাস্তা। অথচ সেই রাস্তায় খানাখন্দে ভরা। যেখানে রাস্তার অবস্থা। সেই রাস্তার উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হয় বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল রানিবাঁধ ব্লকের রাজাকাটা ও হলুদকানালি পঞ্চায়েতের প্রায় ২০ টি গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দাদের। ফলে চলাচলের অসুবিধা ওই রাস্তা অবিলম্বে সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। পাশাপাশি পুরনো রাস্তাটিই খানাখন্দে ভরা। রাস্তার অনেক খর্ব। একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে থাকছে। যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে। ছোট গাড়ি থেকে সাইকেল, গাইক নিয়ে যাতায়াত করতেও এখন বাঁকের এই রাস্তায়। অনেকেরে তাই দুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। রাস্তা সংস্কারের জন্য বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।" এই বিষয়ে বাঁকুড়ার জেলা পরিষদের সদস্যেপতি তথা বিধায়ক মহাব্রতা মৌ বলেন, "আমরা বিষয়টি জানিয়েছি। আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব করার করেছি। আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব করার করেছি। আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব করার করে